চাই বহিরাগত মুক্ত ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ন্যক্কারজনক ঘটনায় আবারও ছাত্র বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে পুলিশ হলে ঢুকে ছাত্রীদেরকে বেধড়ক পিটিয়েছে। গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে অসম্মানজনক কায়দায়। হলে পুলিশী হামলা শুনলেই আতংক, ভয়-ভীতির চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দিনে ছাত্র হলে পুলিশের তল্লাশীর ক্ষেত্রেও অনেক সময় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অথচ সেখানে রাতের অন্ধকারে ভারী বুটের খট্‌খট্ শব্দ তুলে পুলিশ শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের উপর অশোভন কায়দায় হামলা করেছে। ছাত্রীদের কেউ কেউ পুলিশের এই হামলাকে একাত্তরের বিভীষিকাময় রাতের সাথে তুলনা করেছেন। ছাত্রীদের এই মন্তব্য কতটা সত্য তা বিচার করবে 'সময়'। অর্থাৎ সত্য একদিন প্রকাশ পাবে। কিন্তু শামসুন্নাহার হলের ঘটনার পর কে পুলিশ পাঠাল, রাতে কী পুরুষ পুলিশ হলে ঢুকেছিল এই বিতর্কের অবসান না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কী বিচ্ছিন্ন দ্বীপ? হোক না রাতের অন্ধকার, ঘটনার সময় শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর অনেকেই ছিলেন। কী ঘটেছিল সেই রাতে? কেন ঘটেছিল? তা প্রকাশ করতে কেন এই লুকোচুরি? আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রমাণ করেছে শিক্ষাঙ্গনে বহিরাগতদের থাকা না থাকার ব্যাপারে আমরা কতটা অসহায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নোটিস জারী করে বলা হয়েছিল কোন হলে বহিরাগত কেউ থাকতে পারবে না। কিন্তু নোটিস জারী করার পর তা আর কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট ডঃ সুলতানা শফি একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেত্রী ও কর্মীদেরকে অবৈধভাবে হলে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন বলেই সমস্যার সূত্রপাত হয়। অপরদিকে ডঃ সুলতানা শফি বলেছেন, সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের পরিচয়ে একদল বহিরাগত ছাত্রী, যারা বিভিন্ন কলেজে পড়াশুনা করেন, কারও বিয়ে হয়ে গেছে তারা প্রকাশ্যে বীরদর্পে হলে বিচরণ করছিলো। এরা কথায় কথায় সাধারণ ছাত্রীদেরকে হুমকি দিত। টিভি রুম, রিডিং রুমে গিয়ে অযথাই দাপট দেখাত। হলের গেস্টরুমে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিত। এদের নামের তালিকা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিরাগত প্রসঙ্গে যে কতটা অসহায় (নাকি শ্রদ্ধাশীল?) তা বোঝা যাবে ভিসি ও সাবেক প্রভোস্টের মন্তব্য থেকে। সেই রাতের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ভিসি বলেছেন, 'আমি বার বার প্রভোস্টের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। হলে থেকে একজন সহকারী প্রক্টর মোবাইল ফোনে জানালেন, 'স্যার প্রভোস্ট ছাত্রলীগের বহিরাগত ছাত্রীদের নিয়ে বৈঠক করছেন'। প্রভোস্ট সুলতানা শফির মন্তব্য ঠিক এরকম–"পুলিশ দোতলায় উঠে গেল বহিরাগত ছাত্রীদের ধরে আনতে। কিন্তু এক ঘন্টা পরও যখন তারা দোতলা থেকে ফিরছে না তখন শেষবারের খবর নিতে গিয়ে জানলাম ছাত্রদলের বহিরাগত মেয়েরা রুমে বসে শসা খাচ্ছে, মোবাইলে হাসাহাসি করে কথা বলছে।"

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রীদের মন্তব্য–ঘটনার রাতে শামসুন্নাহার হলে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রীনিবাস, মহিলা হোস্টেল থেকে বহিরাগত মেয়েরা ছাত্রদল, ছাত্রলীগ দুই সংগঠনের পরিচয়ে অবস্থান নিয়েছিল। প্রভোস্ট সাপোর্ট করছিলেন ছাত্রলীগের মেয়েদেরকে। আর পুলিশ, সহকারী প্রক্টররা সাপোর্ট করছিলেন ছাত্রদলের মেয়েদেরকে। ফলে উত্তেজনা বেড়ে যায়। রাতে ছাত্রীদের কারও হাতে ছিল দা-বটি, কারও হাতে ছিল লাঠিসোটা, হকিষ্টিক। পুলিশ না থাকলে পরিস্থিতি হতে পারতো আরও ভয়াবহ। তবে পুলিশ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে। লাঞ্ছিত করেছে নিরীহ ছাত্রীদেরকে। এই মন্তব্য সাধারণ ছাত্রীদের।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার জের হিসেবে শেষ পর্যন্ত অনির্ধারিতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি প্রক্টরের পদত্যাগই হল এখন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র দাবী। এর ফলে বহিরাগতদের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে যাচ্ছে। অথচ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অস্থিরতার মূলে রয়েছেন বহিরাগত মাস্তানরাই। ছাত্রদল-ছাত্রলীগসহ বড় বড় ছাত্র সংগঠনগুলো কম-বেশী বহিরাগতদের তোয়াজ করে চলে। হলে রাখে। কারণ আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে, মিছিল-মিটিং এর নেতৃত্বে অথবা ভাংচুর কর্মকাণ্ডে বহিরাগতরা পালন করে থাকেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় প্রতিটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষা একজন বহিরাগত তরুণ কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ পরিচিতি। যদি সে হয় সরকারী ছাত্র সংগঠনের কোন কর্মী তাহলে তো কথাই নেই, অনুমতি ছাড়াই যখন তখন ঢুকতে পারে ভিসি অথবা অধ্যক্ষের কক্ষে। কখনও কখনও দেখা যায় একজন মেধাবী ছাত্র অধ্যক্ষের সাথে কথা বলার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরে অপেক্ষা করছে। অথচ অধ্যক্ষ নিজে উঠে এসে একজন বহিরাগত সন্ত্রাসী তরুণকে ডেকে নিয়ে কুশল বিনিময় করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নোটিস প্রদান সত্ত্বেও ক্যাম্পাস থেকে বহিরাগতরা যায়নি। বরং প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনসমূহের পরিচয়ে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী আসন গেড়েছে কোন কোন হলে। বর্তমানে হল বন্ধ থাকলেও বহিরাগত মাস্তান তরুণদের অনেকেই মটর সাইকেলে মাঝে মাঝে ক্যাম্পাস চষে বেড়ায়। ছাত্র নেতাদের অনেকের সাথে হাত মিলিয়ে কুশল বিনিময় করে। এই অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা দূর হবে না। শিক্ষাঙ্গন বার বার কলুষিত হবে। কাজেই এই মুহূর্তে প্রয়োজন বহিরাগত খেদাও আন্দোলন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এখানে হোস্তাবাজ অথবা গুন্ডারা যেন প্রশ্রয় না পায়। ❑ রেহ